ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -০৭/০৮/২০১৭ ।।

খেলারমাঠে ঐক্য, সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে - সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

ধর্মনগর, ৭ আগষ্ট ।। রাজ্য ভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের ছেলে ও মেয়েদের খো-খো প্রতিযোগিতা গত ৫ আগষ্ট ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে । ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করে তিন দিন ব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ । রাজ্য ভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ছেলে ও মেয়েদের ৮টি করে দল অংশ নেয় । উদ্বোধকের ভাষণে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন । তিনি বলেন, খেলার মাঠে ঐক্য, সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে । খেলাধূলা শুধু মেডেল অর্জনের জন্য নয় । খেলাধূলা শারীরিক বৃদ্ধি, সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে । প্রধান অতিথির ভাষণে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, খেলাধূলার মাধ্যমে একে অপরের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে ওঠে । এই সম্প্রীতিকে ধরে রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা অলোক মুখার্জী । স্বাগত ভাষণ দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক অমিত যাদব । অনুষ্ঠানের অতিথিগণ ধর্মনগর মহকুমার ১৫ জন কৃতী খেলোয়াড়কে ক্রীড়াবৃত্তি প্রদান করেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহঃ ইসলামউদ্দীন ।

স্বাধীনতা দিবস ঃ কমলপুরে প্রস্তুতি

কমলপুর, ৭ আগষ্ট ।। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কমলপুর মহকুমায়ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে । এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি মহকুমা শাসক কার্যালয়ের মিলনায়তনে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন খনা দাস, মহকুমা শাসক মানিক লাল বৈদ্য, ডি সি এম অমিতাভ চাকমা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় সিদ্ধান্ত হয় ১৩ আগষ্ট সকালে কমলপুর বাজার সাফাইর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কর্মসূচি শুরু হবে । ১৪ আগষ্ট সকাল ৬.৩০ মিনিটে স্থানীয় নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে ক্রসকান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হবে । ১৫ আগষ্ট প্রভাতফেরীর মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা হবে । এ দিনের মূল অনুষ্ঠানটি হবে কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে । সেখানে সকাল ৯টা ১০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে বি এস এফ, ত্রিপুরা পুলিশ ও স্কাউট এবং গাইডসের সদস্যদের দ্বারা পরিবেশিত হবে মার্চপাস্ট । এরপর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশন করবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সকাল ১১ টায় কমলপুর সংশোধনাগারের আবাসিক ও মহকুমার বিভিন্ন হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে । বিকাল ৩ টায় কালীবাড়ি মাঠে হবে ফুটবল প্রতিযোগিতা । তাছাড়া এদিন সন্ধ্যায় নজরুল ভবনে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

বিশালগড় ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব ১৬ আগষ্ট

বিশালগড়, ০৭ আগষ্ট ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিশালগড় ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব আগামী ১৬ আগষ্ট হরিশনগরস্থিত কমলাদেবী কাজারিয়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে । ঐদিন বেলা ২টায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ । ব্লক ভিত্তিক এই উৎসবকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য সম্প্রতি বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির হলে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার(হাজারী) এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন । এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভা থেকে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার(হাজারী)কে চেয়ারম্যান এবং ব্লকের বি ডি ও রতন ভৌমিককে আহ্বায়ক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় ।

এদিকে, বিশালগড় ব্লকের ভাটিলারমা পঞ্চায়েতে গত ৩ আগষ্ট লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত পঞ্চায়েতের কলকলিয়া কলোনী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার শিল্পীরা লোক সঙ্গীত, লোক নৃত্য ও মনসামঙ্গল ইত্যাদি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত প্রধান ঝুমা চৌধুরী ও উপ প্রধান হীরালাল বিশ্বাস, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন ।

দক্ষিণ জোনাল ভিত্তিক বনমহোৎসব ১০ আগষ্ট

রূপাইছড়ি, ৭ আগষ্ট ।। দক্ষিণ জোনাল ভিত্তিক বনমহোৎসব আগামী ১০ আগষ্ট জোলাইবাড়ি ব্লকের আভাংছড়া ভিলেজের ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে । কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । কলসীমুখ সাব জোনাল চেয়ারম্যান সুমন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দয়াল গুহ, বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানগণ, দক্ষিণ জোনাল আধিকারিক ভবেশ দেববর্মা, জোলাইবাড়ি ব্লকের বি ডি ও সুভাষ দত্ত সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সফল করার জন্য সভা থেকে দক্ষিণ জোনাল চেয়ারম্যান অরুণ ত্রিপুরাকে চেয়ারম্যান ও দক্ষিণ জোনাল আধিকারিককে আহ্বায়ক করে একটি মূল কমিটি ও বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করা হয়।

রূপাইছড়ি ও সাতচাঁদ ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত

রূপাইছড়ি, ৭আগষ্ট ।। বন দপ্তর ও সাতচাঁদ ব্লকের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি সাতচাঁদ ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব বেতাগা ভিলেজের শ্যাম সিং উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক রীতা কর মজুমদার । উদ্বোধনী ভাষনে তিনি সকলকে বৃক্ষরোপণ করার পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, এম.ডি.সি সাথই মগ, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মনিকা দাস, দক্ষিণ জিলা পরিষদের সদস্য শ্রীদাম সূত্রধর, সাতচাঁদ বি.এ.সি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান চেলাফু মগ, সাব্রুম মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষন দেন বি.ডি.ও মানিক চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাতচাঁদ বি.এ.সি-র চেয়ারম্যান এম.ডি.সি অরুন ত্রিপুরা। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপণ করেন । অনুষ্ঠানের শুরুতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিকে, সম্প্রতি রূপাইছড়ি ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব বনকুল পুরান বাজারস্থিত মোটর ষ্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এম.ডি.সি অরুন ত্রিপুরা, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মনিকা দাস, মহকুমা বনাধিকারিক প্রদীপ ব্রত দেববর্মা, সাব্রুম মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস। স্বাগত ভাষন রাখেন ব্লকের বি.ডি.ও তাপস কুমার সিনহা। সভাপতিত্ব করেন এম ডি সি সাথই মগ। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন।

সালেমা ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

কমলপুর, ৭আগষ্ট ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সালেমা ব্লকের যৌথ উদ্যোগে গত ৫ আগষ্ট সালমা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় সালেমা ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক অঞ্জন দাস বলেন, আজ আধুনিকতার ছোঁয়া নিজস্বতা, শ্রদ্ধাভক্তি, ভাতৃত্ব বোধ, মানবতা হারিয়ে যেতে বসছে । সেগুলি সুস্থ সমাজ গঠনের অন্তরায়। মানুষ নিজেদের শিকড়কে ভুলে যেতে বসছে । তাই রাজ্য সরকার সারারাজ্য ব্যাপী লোক সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করছে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রনতী দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান রবীন্দ্র দেবনাথ, বি.ডি.ও উত্তম কুমার ভৌমিক সহ বিশিষ্ট জনেরা । অনুষ্ঠানে ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির দেড় শতাধিক শিল্পী লোক সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের আমরণ অনশন ঃ রাজ্যপাল ফিরে এসে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন

আগরতলা, ৬ আগষ্ট ।। রাজ্যে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের একাংশের আমরণ অনশন চলছে । রাজ্যপাল তথাগত রায় অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের অবনতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । রাজ্যপাল অনশনরত শিক্ষকদের শারীরিক অবস্থা ও তাদের দাবিদাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছ থেকে অবগত হয়েছেন । রাজ্যপাল বর্তমানে নিজের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় অবস্থান করছেন । এরই মধ্যে রাজ্যে ফিরে এসে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন । আজ রাজভবন সচিবালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে ।

গোপালনগরে মোহনপুর ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত

মোহনপুর, ০৫ আগষ্ট ।। উৎসাহ উদ্দীপনায় আজ মোহনপুর ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । ব্লকের গোপালনগর চা বাগান উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত ব্লক ভিত্তিক এই বনমহোৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন বিধায়ক হরিচরণ সরকার । উদ্বোধকের ভাষণে শ্রী সরকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশী করে গাছ লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক রতনলাল নাথ বলেন, ব্যাপক ভাবে গাছ লাগানো প্রয়োজন । তিনি বলেন, মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি গাছ লাগানোর কাজ সঠিক ভাবে করতে হবে । তার মধ্য দিয়েই বনমহোৎসব আয়োজনের সার্থকতা আসবে । অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস বনমহোৎসবের তাৎপর্য এবং প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ আচার্য, মোহনপুর মহকুমা শাসক শুভাশীষ দাস, বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদীপ সরকার প্রমুখ আলোচনা করেন । স্বাগত ভাষণ রাখেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বীরমঙ্গল সিনহা । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান গীতা দেব । এছাড়া, অনান্যদের মধ্যে হরিণাখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীণা সরকার, উপ-প্রধান মুকুল মালাকার দেব, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অনন্ত তাঁতী, মোহনপুর ব্লকের বি ডি ও শুভব্রত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা সহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিল্পীরা সঙ্গীত এবং ঝুমুর নৃত্য পরিবেশন করেন । এই উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২০টি বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপণ করেন অতিথিরা ।

খোয়াই জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চলাচলের উপর বিধিনিষেধ

আগরতলা,০৫ আগষ্ট ।। খোয়াই জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা সন্দীপ এন মাহাত্মে এক আদেশে সমগ্র খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জনসাধারণের চলাচলের উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। সীমান্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে । এই আদেশ গত ২৯ জুলাই থেকে বলবৎ হয়েছে এবং তা আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে । এই বিধিনিষেধ খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে । তবে এই আদেশ সামরিক বাহিনী/আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না । তাছাড়া, জেলার পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতি পত্র যাদের থাকবে বা জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী ও রোগীদের চলাচলের ক্ষেত্রেও এই বিধি নিষেধ কার্য্যকর হবে না । এই আদেশ অমান্য করলে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৮৮ ধারায় অভিযুক্ত করা হবে ।